দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...MAR. 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

112

স্কুলে পাঠ্য তালিকায় অননুমোদিত বই

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ।। ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার অধিকাংশ স্কুলে বোর্ড অননুমোদিত অসংখ্য নিম্নমানের বই পাঠ্য পুস্তক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করায় একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপ বৃদ্ধিসহ পড়াশুনার মান খারাপ হইতেছে, অন্যদিকে অভিভাবকদেরও এই সমস্ত বই ক্রয় করিয়া অযথা অর্থ গচ্চা দিতে হইতেছে। পুস্তক ব্যবসায়ী ও কতিপয় শিক্ষকের অসৎ উদ্দেশ্যের কারণেই এই সমস্ত অবৈধ পাঠ্যবই, নোট বই, গাইড বই ইত্যাদির ব্যবসা এখন জমজমাট। ইহাছাড়াও গাইড বই-এর নামে নকল করার সুবিধার জন্য ছোট ছোট বই সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে। অভিভাবকগণ বাধ্য হইয়া বোর্ড অননুমোদিত বই ও গাইড বই বেশী দাম দিয়া কিনিতেছে। উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য-পুস্তক বোর্ড ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ইংরেজী, গ্রামার রচনা ও দ্রুতপঠন বই অনুমোদন করিয়া তাহা প্রকাশনা ও বিক্রয়ের জন্য বেসরকারী প্রকাশকদের দায়িত্ব দেয়। অনুমোদিত বইসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পাঠ্য তালিকাভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক। বোর্ড অনুমোদিত বইগুলির মূল্য কম, মোটামুটি মানসম্পন্ন, ও সিলেবাস অনুসরন করিয়া রচিত। কিন্তু বোর্ডের উক্ত নির্দেশকে উপেক্ষা করিয়া অননুমোদিতভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানেই অননুমোদিত বই ছাপা হইতেছে। এই সমস্ত বই ছড়াইয়া পড়িতেছে সর্বত্র। পুস্তক ব্যবসায়িগণ স্কুলের কতিপয় শিক্ষকের আর্থিক সুবিধাসহ বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়া স্কুলে বোর্ড অননুমোদিত নিম্নমানের বই তালিকাভুক্ত করাইতে সমর্থ হইতেছে।